BENGALI(H)-2nd SEMESTER

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস

ল্যাম্বের ছদ্মনাম কী? ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অবদান ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর।

» ল্যাম্বের ছদ্মনাম C. L ও এলিয়া। C. L নামে তাঁর প্রথম দিকের কবিতা গুলি রচিত হয়।

ল্যাম্বের সাহিত্য জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে তাঁর সৃজনশীল রচনার সমাহার। এর সময় পরিধি 1807খ্রি:পর্যন্ত ।এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে – 'জন উডভিল' (John woodvil), 'দি পনব্রোকার্স ডটার' (The Pawnbroker's Daughter),'দি ওয়াইফস ট্রায়াল' (The wife's Trial) ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি বিষয়ক প্রবন্ধ অথবা গল্প।যেমন-'টেলস ফ্রম শেক্সপীয়ার'(Tales from Shakespeare),হোমারের গদ্য রূপান্তর 'দি অ্যাডভেঞ্চারাস অব ইউলিসিস'(The Adventures of Unused) ইত্যাদি।

টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র- এই গল্পটি মূলত ছোটদের জন্য হলেও রচনার প্রসাদগুণের ক্রেতা বড় দের ও মনোহরণ করেছে।দক্ষ রচনার গুণে ই গ্রন্থটি ল্যাম্বের স্বকীয়তা কে বিশেষ ভাবে চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন চরম পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছিল তেমনি ল্যাম্বকে পৌঁছে দিয়েছিল ব্যাপকতর মানুষের কাছে।

দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস অব ইউলিসিস- শেক্সপীয়ার বা এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যে চার্লস ল্যাম্বের আত্মমগ্নতার আরেক সাক্ষ্য এই রচনা টি। গদ্যমাধ্যমে হোমারের ইউলিসিস অ্যাডভেঞ্চার কে যথা সম্ভব সহজবোধ্য করে সাধারণ ইংরেজ পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

এসেস অব ইলিয়া এবং লাস্ট এসেস অব ইলিয়া -মিল্টনের অনুগামী চার্লস ল্যাম্ব মেনটনের মতোই সমাজ সাপেক্ষ এবং সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতাকে বিশিষ্ট শিল্পরূপ দান করেছিলেন। 'এসেস অব ইলিয়া'ও 'লাস্ট এসে অব ইলিয়া'এই সব নিবন্ধের দুখানি সংকলন। নিবন্ধগুলি ল্যাম্ব 'লন্ডন ম্যাগাজিন ' পত্রিকায় 1820-1830 এর মধ্যে রচনা করেন।

রচনা বৈশিষ্ট্য

(ক) ল্যাম্বের জীবন টেমস তীরস্থ লন্ডন শহরের বুকে অতিবাহিত হওয়ায় নগরের জনসাধারণ তাদের কর্মপ্রবাহ,আনন্দ বেদনা চার্লসের অনুভূতিকে শ্রী বৃদ্ধি করেছে।ফলে তাঁর রচনায় নিজ জীবন ও সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার কথা সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) তাঁর ব্যক্তিচেতনা কল্পনা রাজ্যে বিচরণশীল, ও শিল্পচেতনা অতীত মুখ। ফলে সময় পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের বিষন্ন রহস্যময়তার প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(গ) তাঁর রচনার অন্যতম উপাদান হিউমার। ব্যক্তিত্ব ও রোমান্টিকতার স্পর্শ এবং হিউমারের মাধুর্য তাঁর প্রবন্ধকে অপূর্বতা দান করেছে।

(ঘ)রোমান্টিকতার প্রধান লক্ষণ ই হল ব্যক্তিগত অনুভব- অনুভূতির মধ্যে আত্ম মগ্নতা। 'ইলিয়াড' ছদ্মনামে লেখা ল্যাম্বের প্রবন্ধগুলির বিষয় ও ল্যাম্ব নিজেই।-নিজের ই অতিক্রান্ত জীবনের নানা স্মৃতি,নানা রাস্তা ঘাট বন্ধুর কথা, নানা সময়ের নানা ঘটনা, নানা অনুভব অনুভূতি,নানানতর আশা আকাঙ্ক্ষা। ইলিয়ার ছদ্মনামে অতীত পরিমন্ডলে ল্যাম্বের এই হরষিত পরিভ্রমণ ও রোম্যান্টিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

<u>বাংলা সাহিত্যে প্রভাব</u>

বাংলা গদ্যের উদ্ভব রামমোহন রায়ের লেখনী প্রসূত হলেও যথার্থ শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।যে প্রসাদ গুণে ল্যাম্বের ও তার বোনের'Tales from Shakespeare'বিখ্যাত হয়েছে। সেই প্রসাদ গুণেই বিদ্যাসাগরের'শকুন্তলা 'শিল্পসম্মত অনুবাদকর্মরূপে বিখ্যাত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ল্যাম্বের রচনার কিছুটা নিকটবর্তী।বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো সাহিত্যিকের উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি নিয়ে ল্যাম্বের মতই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্রষ্টা,জীবন রসের পথিক।'টেলস ফ্রম শেক্সপীয়ার'-এর মতো কাহিনী পরিবেশনার বই বাংলা সাহিত্য কে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

.....×.....×.....